নকিলাব

তারিখ ...13 JUL 2006...
পৃঃ ...১... কলাম ...৫...

বেপরোয়া সেলিম ভূঁই
জনরোষের কবলে

মারধর : দিনভর অবর

স্টাফ রিপোর্টার

বেপরোয়া শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়া এ
তার ঔদ্ধত্য আচরণের জন্য জনরো
শিকার হলেন। গতকাল (শনিবার) একজ
অভিভাবককে শারীরিক নির্যাতনের প্রেক্ষি
বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক-কর্মচা
ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী ও দনিয়া
ক স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল সেলি
ভূঁইয়াকে দনিয়ার লোকজন ও অভিভাবক
মারধর করে সারাদিন অবরুদ্ধ করে রাখে
এলাকাবাসী ও অভিভাবকগণ সেলিম ভূঁইয়া
পদত্যাগ দাবী করেছেন।

ঘটনার বিবরণ

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে একজ
অভিভাবক মোঃ চান মিঞা তার সন্তানে
প্রশংসাপত্র তুলতে পৃঃ ১১ ক: ১

সেলিম ভূঁইয়ার কুকীর্তিনামা

এদিকে দাউদকান্দি থেকে এ.কে.এম. সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, রাজধানী ঢাকার ডেমরা এলাকার দনিয়া এ.কে. স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়া কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার একটি কলেজ থেকে ৫ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়েছিল। এ কারণে সেলিম ভূঁইয়ার গ্রামের বাড়ি ভাঙচুরসহ ছাত্র-অভিভাবকরা বিক্ষোভ মিছিলসহ পোস্টারিং করে কলেজ ভাঙচুর করেছিল। ১৯৮১-৮২ সালে কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার মানিকারচর কলেজ বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে সেলিম ভূঁইয়া দায়িত্বে ছিলেন। তখন ৬ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর ফরম ফিলাপের প্রায় ৫ লাখ টাকা নিয়ে সে পালিয়ে যায়। পরে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে না পেরে সেলিম ভূঁইয়ার গ্রামের বাড়ি মেঘনা উপজেলার মাধবপুরে হামলা চালায়। এ সময় হাজার হাজার অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসী বিক্ষোভ মিছিল করে কলেজ ভাঙচুরসহ এক প্রতিবাদ সভা করে। পরে সেলিম ভূঁইয়ার বিচার দাবী করে এলাকায় পোস্টারিং ও লিফলেট বিলি এবং কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছিল। তারপরও ঐ সকল ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এ নিয়ে থানা এবং কুমিল্লা আদালতে মামলা হয়েছে। এ কারণে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া প্রায় এক যুগ এলাকায় যায়নি। তারপর রাজধানী ঢাকার গোড়ান-খিলগাঁও এসে বেকার যুবকদের চাকুরী দেয়ার একটি অফিস খোলে। সেখানে অফিসের কর্মচারীকে বিবাহ করে অনেক বেকার যুবকের কয়েক লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর শিক্ষক ফেডারেশনের চার গ্রুপের এক গ্রুপের নেতা হয়ে জোট সরকার আমলে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যায়। তার আপন বড় বোন ফাতেমা বেগম দাউদকান্দি উপজেলার বারপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে ফাতেমা বেগমের এলজিইডির লাইসেন্স রয়েছে। এ লাইসেন্স দিয়ে জোট সরকারের শাসনামলে কোটি কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে না করে তা বিক্রি করার অভিযোগ এবং স্কুলে না গিয়ে এসব ঠিকাদারি কাজ করায় তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনসহ কুমিল্লার শিক্ষা বোর্ড পৃথকভাবে তদন্ত করছে। তার স্বামী মেঘনা উপজেলার বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিল। সে মানিকারচর এসএল উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সেই সাথে রয়েছে এলজিইডির প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারি লাইসেন্স। রাতের আঁধারে মানিকারচরে হারিকেন জ্বালিয়ে একটি ব্রীজ ঢালাই দেয়ার সময় এলাকাবাসী তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ব্রীজের বিল উত্তোলন করে নেবার পর ব্রীজটি মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ধসে পড়ে। এলজিইডি কর্তৃপক্ষ বার বার নোটিশ দেবার পরও ব্রীজটি পুনঃমেরামত করা হয়নি। এভাবে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শাসনামলে স্বামী-স্ত্রী মিলে এলজিইডির কোটি কোটি টাকার বিল কাজ না করে উত্তোলন করে নিয়ে যায়। ইডেন কলেজে মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে কলেজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অভিযোগে তাদের মেয়েকে কলেজ ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছিল। এমনকি কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরের বোর্ডে তার ছবি টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে জোট সরকারের শাসনামলে থানায় মামলা হয়। দেশের সবকয়টি জাতীয় দৈনিক ও বেসরকারী টিভি চ্যানেলে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার আপন বোনের ছেলে মেঘনা উপজেলায় একজন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। যৌথবাহিনী তাকে বেশক'বার গ্রেফতার করার জন্য হানা দিলে সে গত ৪ বছর এলাকাছাড়া। তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা ছাড়াও অনেক অভিযোগ রয়েছে। মেঘনা উপজেলার মানিকারচরে রিলিফের টিন বিক্রি করার ঘটনায় অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার ভগ্নিপতি আব্বাস উদ্দিন মাস্টার জড়িত বলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি মেঘনা থানায় স্বীকারোক্তি দেয়। এলাকার যে কোন সাংবাদিক সরজমিনে গমন করলে শত শত নয়, হাজার হাজার দলীয়-নির্দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবী লোক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার পরিবারকে টাউট পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করে, যা এলাকায় না গেলে বোঝা যাবে না। দেশের সবক'টি জাতীয় দৈনিকে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার অপকর্মের সংবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইনকিলাবে গত ১২ জুন অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার কুকীর্তির সংবাদ প্রকাশিত হবার পর ইনকিলাবের শত শত ফটোকপি বিলি ছাড়াও ১০ টাকা মূল্যে বিক্রি হয়েছে।